



# মুজিবনগর সরকার

সৈয়দ নাজিমুর রহমান সোহেল  
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

# আজকের আলোচনা শেষে তোমরা জানতে পারবে-

১. মুজিবনগর সরকার কী
২. মুজিবনগর সরকারের নামকরণের ইতিহাস
৩. মুজিবনগর সরকারের গঠন ও শপথ গ্রহণ
৪. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা
৫. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য
৬. মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন
৭. বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা

# মুজিবনগর সরকার

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাঙালির মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের সাফল্য ও কৃতিত্ব।

## মুজিবনগর সরকারের নামকরণ

- মুজিবনগর সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তাঁরই নামানুসারে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নামকরণ হয় মুজিবনগর এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।
- প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে এর সদর দপ্তর কলকাতায় ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

## মুজিবনগর সরকার গঠন

- ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আত্মগোপন করে ভারতে আশ্রয় নেন।
- ১০ এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৬ মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করে।
- ১৯৭১ সালের ১৩ এবং ১৭ এপ্রিলের মধ্যে ৪৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি কুষ্টিয়া সীমান্তে সমবেত হয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেন।

# মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

- মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। তাই এই দিনটিকে মুজিবনগর দিবস বলা হয়।
- শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দেশী-বিদেশী ১২৭ জন সাংবাদিক, কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল।
- শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।





# মুজিবনগর সরকার গঠন পরবর্তী অবস্থা

মুজিবনগর সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয় ।



# মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা

অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা		
রাষ্ট্রপতি	উপ-রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
		
শেখ মুজিবুর রহমান	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	তাজউদ্দিন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র ও জাণমন্ত্রী
		
ক্যাপটেন মনসুর আলী	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	এএইচএম কামরুজ্জামান



# মুজিবনগর সরকারের গঠন-কাঠামো

রাষ্ট্রপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি)
উপ-রাষ্ট্রপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	:	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	:	এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রী	:	এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী	:	খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	:	কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী
চিফ আব স্টাফ	:	কর্নেল (অব.) আবদুর রব
ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং বিমান বাহিনী প্রধান	:	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার





# মুজিবনগর সরকার গঠন এর উদ্দেশ্যে

- স্বাধীনতার ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করা।
- মুক্তিযুদ্ধকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা।
- দেশকে দ্রুত হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা।
- মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংঘটিত করা ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শরণার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টি করা।

মুজিবনগর সরকারের  
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন

# অভ্যন্তরীণ প্রশাসন

মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতির মুক্তির সংগ্রামকে সুসংগঠিতভাবে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়ার মূল দায়িত্বটিই পালন করে মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা:

ক. সামরিক প্রশাসন এবং

খ. বেসামরিক প্রশাসন



# সামরিক প্রশাসন

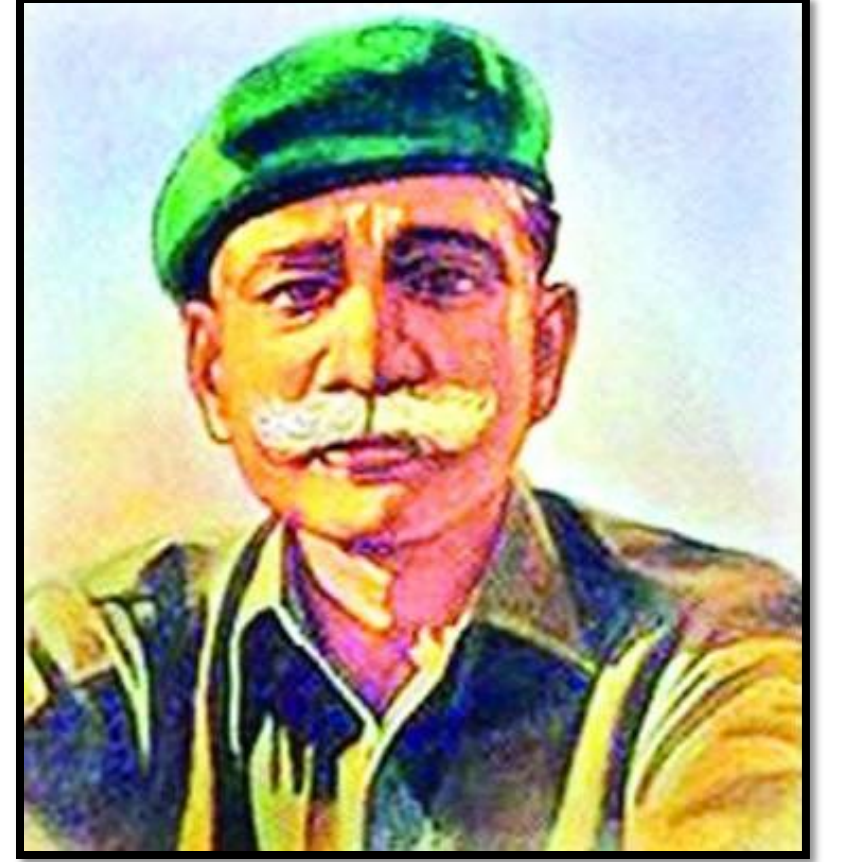
- অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সামরিক প্রশাসন। সামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হতো **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে**।
- এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।
- অভ্যন্তরীণ সামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সশস্ত্র বাহিনী দপ্তর পরিচালন।



প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।

# সামরিক প্রশাসন

- এ দপ্তরই ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও মূল অঙ্গ সংস্থা।
- সশস্ত্র বাহিনী দপ্তরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন কর্ণেল এমএজি ওসমানী।
- এছাড়া সেনাপ্রধান ছিলেন লে. কর্নেল আব্দুর রব, উপপ্রধান সেনাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, মেডিকেল সার্ভিসেস-এর মহাপরিচালক ছিলেন কর্নেল সামছুল হক।



এমএজি ওসমানী

প্রতিরক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের  
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১। বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি  
সেক্টরে ভাগ করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা এবং  
যুদ্ধ পরিচালনা তদারকি করা।

২। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে কাজ করা।

৩। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রেখে নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৪। সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের সাহসিকতা স্বরূপ পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি।





## নিয়মিত বাহিনী

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়কের নামের আদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর থেকে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়



জেড ফোর্স

সদর দপ্তর: তেলঢালা

অধিনায়ক: লে. ক. জিয়াউর রহমান

মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই ১৯৭১ গঠিত হয়। লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড' ফোর্স। তিনটি নিয়মিত বাহিনী প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন- এর সমন্বয়ে এই ফোর্স গঠিত হয়।

**'Z' Force**

**Head Quarter: Teldhala**

**Commander: Lt. Col. Ziaur Rahman**

On 7 July, Z-Force was founded under the command of Lt.Col. Ziaur Rahman. The force was founded by combining, first, third and eight East Bengal Battalion

## ব্রিগেড অধিনায়কগণ



কে - ফোর্স

সদর দপ্তর: আগরতলা

অধিনায়ক: লে. ক. খালেদ মোশাররফ

চতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন নিয়ে ৭ অক্টোবর কে-ফোর্স গঠিত হয়। লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ- এর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। ২১ অক্টোবর লে.ক. খালেদ মোশাররফ গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর খালেক চৌধুর ব্রিগেডের দায়িত্ব নেন

**'K' Force**

**Head Quarter: Agartala**

**Commander: Lt. Col. Khaled Musharraf**

K- Force was founded by combining 4th, 9th & 10th East Bengal Battalion on 7th October. This Brigade was under the Command of Lt.Col. Khaled Musharraf

## Regular Army

Three Brigades were formed in July, September and October and were respective Commanders



এস ফোর্স

সদর দপ্তর: হাজামারা

অধিনায়ক: লে. ক. কে এম শফিউল্লাহ

সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এস ফোর্স গঠিত হয়। লে. কর্নেল শফিউল্লাহ- এর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়।

**'S' Force**

**Head Quarter: Hajamara**

**Commander: Lt.Col. K. M Shafiullah**

In September S-Force was founded by combining Second and Eleventh East Bengal Battalion under the Command of Lt.Col. K M Shafiullah

# ব্রিগেড ফোর্স

এছাড়া পরবর্তীতে তিনজন সেক্টর কমান্ডার-এর নেতৃত্বে-

১. এস.ফোর্স (কে. এম. সফিউল্লাহর নেতৃত্বে),

২. জেড.ফোর্স (জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে) এবং

৩. কে. ফোর্স (খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে) নামক তিনটি ব্রিগেড

গঠন ও তা পরিচালনা করাও ছিল সামরিক প্রশাসনের একটি

গুরুত্বপূর্ণ কাজ।



# বেসামরিক প্রশাসন

- বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাধারণ প্রশাসন এবং তথ্য ও বেতার বিভাগ। সাধারণ প্রশাসন বিভাগটি নিয়োগ, বদলি, পোস্টিং, শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব অর্থাৎ সরকারের সংস্থাপন বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করত।
- আঞ্চলিক প্রশাসনও ছিল বেসরকারি প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন একজন চেয়ারম্যান ও একজন প্রশাসক। শরণার্থী সমস্যা, আঞ্চলিক সামরিক-বেসামরিক বিষয়াবলীর সৃষ্টি সমন্বয় ইত্যাদি ছিল আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান কাজ।

# বেসামরিক প্রশাসন

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এ বেতার কেন্দ্রে প্রায় ১০০ লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধের খবর, পাকবাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের খবর এবং পাকবাহিনীকে ধিক্কার দিয়ে ও বিদ্রূপ করে রচিত চরমপত্র এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করা হতো। এ বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করত।



বাহির্বিষয়ে তৎপরতা

# বহির্বিশ্বে তৎপরতা

- বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। কারণ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বহির্বিশ্বে **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকবাহিনীর ধর্ষণ, নির্যাতন ও গণহত্যা** সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্বব্যাপী যে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতারই ফল। **বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন, কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা, বিদেশে তহবিল সংগ্রহ** ইত্যাদি ছিল বহির্বিশ্বে তৎপরতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- তবে এসব তৎপরতার ক্ষেত্রে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক ও লন্ডন দূতাবাসের প্রধান। তাছাড়া বহির্বিশ্বে তিনিই ছিলেন মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত।

# বহির্বিশ্বে তৎপরতা

- বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা শরণার্থী সমস্যা নয়, বরং এটা ছিল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম।
- চীনের বাধার কারণে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বক্তৃতা করতে না পারলেও এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসি বাঙালির স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছিল।
- এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে উঠেছিল সে জনমতের চাপে পাক শাসকবর্গ শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
- সর্বোপরি বাংলাদেশ ও বাঙালির সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।